# আল-মুমিনুন | Al-Mu'minun | ٱلْمُؤْمِنُون

আয়াতঃ ২৩ : ৬৮

## আরবি মূল আয়াত:

اَفَلَم یَدَّبَّرُوا القَولَ اَم جَآءَهُم مَّا لَم یَاتِ اٰبَآءَهُمُ الاَوَّلِینَ ﴿۶۸﴾

## অনুবাদসমূহ:

তারা কি এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি? — আল-বায়ান

তাহলে তারা কি (আল্লাহর) এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? কিংবা তাদের কাছে এমন কিছু (নতুন বস্তু) এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি? — তাইসিরুল

তাহলে কি তারা এই বাণী অনুধাবন করেনা? অথচ তাদের নিকট কি এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্ব-পুরুষদের নিকট আসেনি? — মুজিবুর রহমান

Then have they not reflected over the Qur'an, or has there come to them that which had not come to their forefathers? — Sahih International

৬৮. তবে কি তারা এ বাণীতে চিন্তা-গবেষণা করেনি?(১) নাকি এ জন্যে যে, তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি?(২)

(১) অর্থাৎ তাদের এ মনোভাবের কারণ কি? তারা কি এ কুরআন বুঝে না? অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, “তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না?” [সূরা আন-নিসা: ৮২] তারা যদি এ কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করত, তবে তা তাদেরকে গোনাহের কাজ থেকে দূরে রাখত। কিন্তু তারা মুতাশাবাহ আয়াতসমূহের পিছনে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ বরং তারা এজন্যেই বিরোধিতা করছে যে, তাদের কাছে এমন কিতাব এসেছে যা তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে আসে নি। তাদের তো উচিত ছিল এ কুরআনকে নেয়ামত মনে করে শুকরিয়াস্বরূপ ঈমান আনা। তা না করে তারা উল্টো কাজই করে চলেছে। [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, নাকি তাদের কাছে এমন কোন নিরাপত্তার গ্যারান্টি এসে গেছে যা তাদের পূর্ববর্তী ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কাছে আসে নি? [ফাতহুল কাদীর] অথবা আয়াতের অর্থ, আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের আসা, কিতাবাসহকারে আসা, তাওহীদের দাওয়াত দেয়া, আখেরাতের জবাবদিহির ভয় দেখানো, এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিও এমন নয়, যা ইতিহাসে আজ প্রথমবার দেখা দিয়েছে। তাদের আশপাশের দেশগুলোয় ইরাকে, সিরিয়ায় ও মিসরে নবীর পর নবী এসেছেন। তারা এসব কথাই বলেছেন। এগুলো তারা জানে না এমন নয়। তাদের নিজেদের দেশেই ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম এসেছেন। হূদ, সালেহ ও শোআইব আলাইহিমুস সালামও এসেছেন। তাদের নাম আজো

তাদের মুখে মুখে। [দেখুনঃ ফাতহুল কাদীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৬৮) তবে কি তারা এই বাণী অনুধাবন করে না?[1] অথবা তাদের নিকট কি এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি?[2]

[1] 'বাণী' বলতে উদ্দেশ্য কুরআন। অর্থাৎ, এ বাণী নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ হত।

[2] এখানে أَمْ হরফটি 'অথবা' 'কিংবা' 'বরং' এর অর্থে ব্যাবহার হয়েছে। অর্থাৎ, বরং ওদের নিকট এমন শরীয়ত এসেছে, যা থেকে তাদের পিতৃপুরুষরা জাহেলী যুগে বঞ্চিত ছিল। যার উপর তাদের আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করা এবং ইসলাম গ্রহন করা উচিত ছিল।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

---

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=2741

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন